প্রবাসেও ডালিয়ার সংকোচ!

হিফজুর রহমান

মালাকরহীন কাননে ডালিয়া নিলাঞ্জনা - ২০

আগের সংখ্যাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন

শরীরে আর কোন শক্তি নেই দেবাশীষের। সাত দিনের অসুস্থতা সব কিছু শুষে নিয়েছে যেন। প্রথম তিন দিন প্রায় কোন সংজ্ঞাই ছিলনা ওর। ওরকম জ্বরের প্রকোপ ওর জীবনে আর কখনো দেখা দিয়েছিল বলে দেবাশীষের মনে পড়েনা। আর এই ক'দিন ডালিয়া ওর কাজে যায়নি, চাকুরী চলে যাবার ভয় থাকা সত্ত্বেও। কারণ এখনো ও প্রটেকশন ভিসায় আছে। এই দেশে বসবাসের আইনগত ভিত্তি না পাওয়া পর্যন্ত ভাল একটা চাকুরী পাওয়া খুব সহজ হবেনা। সেদিক থেকে ওর হোটেলের চাকুরীটা যথেষ্ঠ ভালো। তিন দিন পরে ওর জ্বর অনেকখানি কমে যাবার পর দেবাশীষ বারবার বলেছে, 'তোমার এখন কাজে যাওয়া দরকার।'

কিন্তু, ডালিয়া ওর কথায় কোন পাত্তা না দিয়ে দিনরাত ওর সেবা করে যেতে থাকে। ম্যারিকভিলেরই মিসরীয় ডাক্তারকে নিয়ে এসেছিল বাসায় ওর চিকিৎসার জন্যে, যা অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। অ্যান্টিবায়োটিক দেবার সময় ডাক্তার দেবাশীষকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ওর মেডিক্যাল কার্ড আছে কি না। নেই জানার পর উনি ভিজিট নিলেন তিরিশ ডলার। ওই টাকাও দিল ডালিয়া। দেবাশীষ ওর মানিব্যাগ টানতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। তারপর গিয়ে ডালিয়া ওর সব ওষুধ নিয়ে এলো। ক'টা দিন এমন সেবা করলো ডালিয়া ওর যে দেবাশীষের মাথায় ওয়র্ডরোবের দরজার ভেতরের ছবিগুলো আনাগোনা করলেও মুখ ফুটে কোন কথা বলতে ওর বাধলো। তাছাড়া ডালিয়ার সেবা ওকে গভীর কৃতজ্ঞতায় নিষিক্ত করে দিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে চৌধুরীর ওই ছবি সযত্নে পুষে রাখার বিষয়টি সম্পর্কে কোন কথা না বলে বা ডালিয়ার সাথে ওর সম্পর্কের বিষয়টা চূড়ান্ত না করে যে সে অস্ট্রেলিয়া থেকে যেতে পারবেনা সেটাও সত্য।

এর মধ্যে বাসা থেকেই মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সে ফোন করে দেবাশীষ ওর দেশে ফেরার দিনটা পিছিয়ে দিল আরেক সপ্তাহ। এর বেশি থাকা যাবেনা। কারণ দুটো। প্রথমতঃ ডালিয়ার বাসামেট ফিরে আসছে বলে জানিয়েছে। সে আসার আগেই দেবাশীষের প্রস্থান জরুরী। আর দেবাশীষের ছুটিও বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়। বিদেশী কোম্পানী যতোই কোলে বসিয়ে আদর করুকনা কেন তারও একটা সীমা থাকে। সুতরাং আপাততঃ চাকুরী রক্ষার জন্যে হলেও ওকে আগামী সপ্তাহেই দেশে ফিরে যেতে হবে।

আজ শনিবার। বেশ ক'দিন পর আজ ডালিয়া কাজে গেছে। দেবাশীষকে বলে গেছে, যতো শিগগির সম্ভব সে চলে আসবে। আর মাত্র ক'টা দিন আছে দেবাশীষ। তাই এই ক'দিনেই যতোটুকু বেড়ানো সম্ভব ওরা বেড়িয়ে নেবে। ডালিয়ার ইচ্ছে ছিল একবার নিউ কাসলে গিয়ে সারারাত সী বিচে শুয়ে থাকবে ওরা দু'জন। ট্রেনে মাত্র ক'ঘন্টা দুরে নিউকাসল। কিন্তু, দেবাশীষের অসুস্থতা বাগড়া দিয়ে বসলো ডালিয়ার ইচ্ছেয়। কি আর করা। আজ বলে গেছে ডালিয়া, বিকেলে এসেই ওরা রিভারউডে যাবে। চমৎকার প্রাকৃতিক শোভা ওখানে। দেবাশীষ অবশ্য আগে কখনো রিভারউডে যায়নি। সুতরাং ওর জানাও নেই জায়গাটা কেমন। ডালিয়া ওখানে নিয়মিতই যায় বা যেতো। রিভার স্টেশন থেকে দশ মিনিটের হাঁটা পথ দুরত্বে একটা বাঙালী রেস্তোরাঁ আছে। সেখানে সন্ধ্যের পর ডালিয়া পার্ট টাইম কাজ করতো। দেবাশীষ আসার পর ওই কাজটা থেকে কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়েছে ডালিয়া। ওই রেস্তোরাঁর মালিক কবির ভাইকে বলেছে, ওর কাজিন আসছে বেড়াতে। সেজন্যে ক'দিন ও বিকেলে কাজ করবেনা। কবির ভাই একটু নিমরাজি হলেও ছেড়ে দিয়েছেন ডালিয়াকে। তবে ডালিয়াকে বলেছেন,

ওর কাজিনকে একবার নিয়ে রেস্তোরাঁয় যাবার জন্যে। আজ তাই ডালিয়ার সিদ্ধান্ত, রিভারউডের প্রাকৃতিক শোভা দেখার পর অর্থ্যাৎ সন্ধ্যের পর ওরা ওই রেস্তোরাঁয় যাবে এবং সেখানেই ওরা রাতের খাবার সেরে নেবে।

আজ ডালিয়া কাজে যাবার পর দেবাশীষ নাশতা সেরে নিয়ে ডালিয়ার ক্যাসেট প্লেয়ারে শ্রীকান্ত আচার্যের একটা ক্যাসেট চালিয়ে দিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে আবারো। ক্যাসেটে শ্রীকান্তের মসৃণ কণ্ঠে গান ভেসে আসে, "শোন আমি চোখ বুজে এই রাতে তার কথাই বলতে চাই...."। প্রিয়ার কথা বলার দুর্ণিবার তৃষা যেন শ্রীকান্তকে দিয়ে এই গানটা গাইয়ে নিচ্ছে। গানটাতে বুঁদ হতে গিয়ে আবারো সেই ছবিগুলোর কথা মনে পড়ে যায় দেবাশীষের। দেবাশীষ এখনো জানেনা কিভাবে ওদের সম্পর্কটাকে সরলীকরণ করবে। তবে ঢাকায় ফিরে যাবার আগে সেটাতো করতেই হবে। কিন্তু, ডালিয়ার মতিগতি সম্পর্কে এখনো সে নিশ্চিত নয়। বিশেষ করে তার স্বামী চৌধুরীর ছবিটা অ্যাতো যত্নের সাথে এবং সকল গোপনতার সাথে সাজিয়ে রাখার মধ্য থেকে একটাই অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়, আর সেটা হলো, দেবাশীষের প্রতি ডালিয়ার আকর্ষণ যাই হোকনা কেন ওর স্বামীর ব্যাপারে এখনো ও আনডিনাইডেড। অথচ ওই সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেবাশীষ-ডালিয়ার সম্পর্কও কোন যৌক্তিক পরিণতি পেতে পারেনা। এখন ডালিয়া যদি জেদ ধরে, দেবাশীষ যেমন অর্পিতাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করেই ডালিয়ার সাথে সম্পর্ক রচনা করতে চায় তেমনি সেও চৌধুরীর সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেই দেবাশীষের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে যেতে চায় তাহলে সেটা বিপদজনক হবে। কারণ, এই যুগেতো মেয়েদের পক্ষে দ্রৌপদির মতো পঞ্চপান্ডবের ঘর করা সম্ভব নয়। সুতরাং ডালিয়াকে এই কূল বা ওই কূল বেছেই নিতে হবে। দেবাশীষ সিদ্ধান্ত নেয় আজকালের মধ্যেই ডালিয়ার সাথে এই বিষয়টার ফয়সলা করে নিতে হবে।

শ্রীকান্তের গান বেজে চলেছে, "যেয়োনা দখিন দ্বারে বাতাস তোমায় উড়িয়ে নেবে...."।

গান শুনতে শুনতে জ্বরাক্রান্ত দুর্বল দেবাশীষ একসময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে।

'দেব, দেব...'। ডালিয়ার নরোম স্বরের ডাকে ঘুম ভেঙে যায় দেবাশীষের। চোখ মেলে দেখে, ওর মুখের ওপর ডালিয়ার মুখটা ঝুঁকে আছে। আস্তে আস্তে ওর নরোম ঠোঁট দুটো আলতো করে ছুঁয়ে যায় দেবাশীষের শুকনো ঠোঁট দুটো। ডালিয়া একবার ওর কপালে হাত ছুইয়ে মাথার চুলগুলো ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে, 'ওঠো মশাই। আর ঘুমোবার দরকার নেই। অনেক ঘুমিয়েছো..'

'উমম,' আদর কাড়ার ভঙ্গীতে কাত হয়ে ডালিয়ার হাত ধরে চোখদুটো বুঁজে ফেলতে ফেলতে বলে, 'আরেকটু ঘুমাই না..!'

'উঁহু,' ডালিয়া আপত্তি জানায়, 'না না, আর ঘুমোতে হবেনা। ক'টা বাজে জানো। তাড়াতাড়ি ওঠো। দুপুরের খাওয়া হয়নি তোমার এখনো..'

চোখ মেলে দেয়াল ঘড়িটার দিকে চায় দেবাশীষ। তিনটে বেজে গেছে। দুপুর এখন বিকেলের দিকে গড়াতে শুরু করেছে। প্রায় ধড়মড় করেই উঠে বসে দেবাশীষ। আজতো ওদের রিভারউডে বেড়াতে যাবার কথা। বেশ ক'টা দিন ঘরে বন্দী থেকে বিরক্ত হয়ে উঠেছে দেবাশীষও। তাই আজ বাইরে যাবার কথায় ওর প্রাণটা নেচে উঠেছে, যদিও জ্বরে দুর্বল শরীর খুব একটা সায় দিচ্ছেনা।

ডালিয়া বলে ওকে, 'আমি লাঞ্চ করে এসেছি হোটেলেই। তুমি মুখ ধুয়ে এসো। আমি তোমার খাওয়া নিয়ে আসছি।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেবাশীষ দেখে, বিছানার ওপর ওর একটা বেইজ রঙের প্যান্ট আর কালো টিশার্ট রেডি হয়ে আছে। বিছানার পায়ের দিকে সতরঞ্চির বাইরে ওর নাইকির স্পোর্টস স্যান্ডেল শুটা রয়েছে। ডালিয়াও মোটেই সময় নষ্ট করতে রাজি নয় বোঝাই যাচ্ছে। ওদিকে বিছানার সামনে নিচেয় সতরঞ্চির ওপর একটা বড়ো প্লেটে ওর ধোঁয়া ওঠা খাবার সাজানো। অনেকটা চট্টগ্রামের আখনি খানির মতো

করেছে ডালিয়া ভাতের সাথে মাংসের তরকারী মিশিয়ে দিয়ে। ওপরে দু'টুকরো আলু আর একটা ডিমের পোচ। দেবাশীষের খুব প্রিয় খাবার। তবে অনেক বেশি খাবার দিয়ে দিয়েছে ডালিয়া। কয়েকদিনের মধ্যেই ওর হৃতবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টাতেই বোধহয়। খেতে বসে যায় দেবাশীষ সতরঞ্চির ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে। এই ক'দিনে ও মেঝেতে বসে খেতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। খেতে খেতে শোনে ও, ডালিয়া বাসন কোসন ধুতে ধুতে শ্রীকান্তেরই একটা গান করছে গুন গুন করে, 'যেন কিছু মনে কোরোনা, কেউ যদি কিছু বলে/ কতো কি যে সয়ে যেতে হয় ভালোবাসা হলে....'

খেতে খেতে দেবাশীষ হাঁক দেয়, 'কই আসছোনা কেন?

গান থামিয়ে জবাব দেয় ডালিয়া, 'তুমি খাওনা। আমি এগুলো গুছিয়ে দুজনের জন্যে কফি নিয়ে আসছি। কফিটা খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়বো। তোমার ক্যামেরাটা নিও। ওখানে ছবি তোলার দারুণ সাবজেক্ট পাবে তুমি।'

ছবি তোলাটা দেবাশীষের প্যাশন। এখন যেখানেই যায় ও সেখানেই ল্যাপটপটার মতোই ওর নিত্যসঙ্গী হয় দামি আলট্রাসোনিক জুম/টেলি, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স আর নানা রকম ফিল্টারসহ ক্যাননের ইওএস ৫০০ ক্যামেরাটা। মনের আনন্দে ছবি তুলে যায় ও। শখ আছে, কোন না কোন দিন ও একটা ফটো এগজিবিশন করবে। ওই প্রদর্শনীর টাইটেল হবে "নিসর্গ"। নিজের দেশ ছাড়াও সারা পৃথিবী ছেনে ও ক্যামেরার লেন্সে ধরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের এক সম্ভার গড়ে তুলেছে ও নিজের ভান্ডারে। সেটা সম্পর্কেও ভালো করেই জানে ডালিয়া।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই ডালিয়া দু'হাতে দু'টি মগ নিয়ে আসে। ওতে ধুমায়িত কফি। এখানে কফির গন্ধই আলাদা। দেশের ইন্সট্যান্ট কফিতে এই মজাটা পাওয়া যায়না। দেবাশীষ চেটেপুটে খেয়েছে সব। প্লেটটা নিয়ে ও কিচেনের দিকে রওনা হতেই ডালিয়া হাঁ হাঁ করে ওঠে। 'খবরদার রেখে দাও প্লেটটা। তোমাকে পন্ডিতি করতে হবেনা। তুমি যাও হাত ধুয়ে আসো বাথরুম থেকে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয় দেবাশীষ ডালিয়ার হুকুম। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে ওর মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে। দেবাশীষ কারো ধমক শুনছে, সেটাই এক আশ্চর্য ঘটনা। তবে, এরকম আদরকাড়া ধমক মনটা অনেক সময় ভরিয়েই দেয়।

কফিটা শেষ করেই ওরা কাপড় চোপড় বদলে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে। ডালিয়া পরেছে একটা জিন্সের ট্রাউজার আর একটু ঢোলা একটা বাটিক প্রিন্ট করা গোল গলা টিশার্ট। পায়ে ঢাকা থেকে দেবাশীষের আনা কালো স্যান্ডেল শু। টিশার্টটা ঢিলে হলেও বুকের কাছে বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে আছে উঙ্কানি দেয়ার ভঙ্গীতে। বেশ লাগছে ডালিয়ার ছোট্ট শরীরটা। পাশাপাশি হাঁটছে ওরা ধীরে ধীরে। বিশেষ কোন তাড়া নেই। সন্ধ্যে হতে এখনো অনেক দেরি। সূর্য নেই আকাশে। একটু গোমড়া হয়ে আছে আকাশের মুখ। ব্যাকইয়ার্ডের গলি পথটা পেরিয়ে ম্যারিকভিল স্টেশনের মূল রাস্তায় পড়েই ডালিয়া একটু থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ দেবাশীষের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে ও। দেবাশীষের গা ঘেঁষে আসে ও।

ফিসফিস করে বলে ওঠে ও, 'দেব, সর্বনাশ হয়েছে। সামনের ওই ছেলেটা আমাদের গলিতেই থাকে। ঢাকারই ছেলে, ছাত্র। আমাকে ভাল করেই চেনে। এখন কি হবে, আমাদের একসাথে দেখে ফেললে?'

নির্বিকার দেবাশীষ, 'কেন ওকে বলে দেবে, আমার ঘনিষ্ঠ আদ্মীয়, দেশ থেকে বেড়াতে এসেছে।'

'নাঃ সম্ভব নয়,' মাথা নেড়ে বলে ডালিয়া, 'জানোনা এরা গল্প বানাতে ওস্তাদ। আমার জীবন হেল করে দেবে পরে।'

'তা কেন, দেশ থেকে তোমার কোন আত্মীয় কি আসতে পারেনা?'

‘না দেব,’ ডালিয়া ওর হাতটা ছেড়ে দেয়, ‘তা হয়না। তুমি বরং এগিয়ে যাও পা চালিয়ে। আমি আস্তে আস্তে আসছি। তুমি স্টেশনে গিয়ে তোমার জন্য রিভারউডের একটা টিকিট কাটবে। আমি আমারটা কেটে নেবো। সিডেনহাম স্টেশনে ট্রেন বদলের সময় আমি তোমার সাথে একই কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়বো। ঠিক আছে?’

আনমনে মাথাটা নাড়ে দেবাশীষ। কিন্তু ওর মনটা বিদ্রোহ করে উঠলো। ডালিয়ার এই লুকোচুরি ওর কখনোই পছন্দ নয়। দেবাশীষেরওতো এরকম অসুবিধে হতে পারে। কোন পরিচিত লোকের সামনে পড়ে গেলে? কিন্তু, দেবাশীষ সেসবের থোড়াই কেয়ার করে। ওর মনের আনন্দটা হঠাৎ করেই যেন উবে যায়। তারপরও কোনরকমে পাদুটো টেনে টেনে এগিয়ে যেতে থাকে ও। এরই মধ্যে ডালিয়া বেশ পিছিয়ে পড়েছে। একসময় ডালিয়ার ওই ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে পারও হয়ে যায় দেবাশীষ ওর দীর্ঘ পদক্ষেপে। তারপর রেল ওভারব্রিজের সিঁড়ি বেয়ে ও নিচে নেমে আসে। প্লাটফর্মে নামলে আরেকটু সামনে এগিয়ে টিকিট ঘর। টিকিট ঘরের সামনে গিয়ে পিছু ফিরে তাকায় দেবাশীষ। দেখে, ডালিয়া সেই ছেলেটার সাথে বেশ হাসিমুখে গল্প করতে করতে নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। ওরা প্লাটফর্মের একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলো। শনিবারের বিকেলে প্লাটফর্ম প্রায় ফাঁকাই বলতে পারা যায়।

দেবাশীষ কাউন্টারের দিকে এগোল। মনটা হঠাৎ করে বিদ্রোহ করে উঠলো ওর। নাঃ কোথাও সে যাবেনা এখন। এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ও ফিরে তাকালো। ডালিয়া বেঞ্চ ছেড়ে এসেছে। আর ছেলেটা বেঞ্চেই বসে আছে। ডালিয়া দেবাশীষের পাশে এসেও থামলোনা। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় চাপা স্বরে বলে উঠলো, ‘কাউন্টারে চলো। ওখানে ও আমাদের দেখতে পারবেনা।’

দেবাশীষও এগোয় অনিচ্ছসত্ত্বেও। এবার ডালিয়াই দুটো টিকিট কাটে রিভারউডের। একটা টিকিট দেবাশীষের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, ‘বাঁচা গেছে দেব, ও সার্কুলার কীতে যাবে। আমি ওর সাথেই থাকছি সিডেনহাম পর্যন্ত। তুমি নেমে একটু দাঁড়িয়ো। আমরা একসাথে রিভারউডের ট্রেনে উঠবো। ঠিক আছে লক্ষিটি?’

অনিশ্চিত ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে দেবাশীষ। ওর মনটা তিক্ততায় ছেয়ে গেছে একেবারে। ডালিয়া দ্রুতপায়ে চলে যায় ওই ছেলেটার বেঞ্চের দিকে। আবার গল্পে মগ্ন হয়ে যায় ওরা। দেবাশীষ ওদের উল্টোদিকে পায়চারি করতে থাকে। ওর কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগটা। একবার ভাবে ও, নিকুচি করি রিভারউডের। স্টেশনের কাছেই একটা পাব আছে। একবার ভাবলো, স্টেশন থেকে বেরিয়ে ওই পাবটায় গিয়ে বসে ও। এখন ডালিয়া ইচ্ছে করলেও ওকে বাধা দিতে পারবেনা, লোকভয়ে। যা ভাবনা সেই কাজ। দেবাশীষ ডালিয়ার বিস্মিত চোখের ওপর দিয়ে ফিরে চলে ওভারব্রিজের সিঁড়ির দিকে। অভিমানে ওর মনটা ছেয়ে আছে। সিঁড়ি বেয়ে ও রাস্তায় এসে পড়ে। ওয়ারেন রোডের দিকে যেতে সামনেই হাতের বাঁয়ে পাবটা। আর একবারো পেছনের দিকে তাকায়নি দেবাশীষ। এখনো বেশ নির্জন পাবটা। রাত গভীর হলে ওটা উদ্দাম হয়ে উঠবে। অনেক বাঙালী খদ্দেরও থাকবে। এই পাবটাকে ডালিয়া সবসময়ই এড়িয়ে চলে, কোন বাঙালীর মুখোমুখি হবার ভয়ে।

ভেতরের আলো আঁধারীর মধ্যে ঢুকে এক নির্জন কোণে দু’সিটার একটা টেবিলে বসে পড়ে। ক্যামেরার ব্যাগটা টেবিলের একপাশে দেয়াল ঘেঁষে রাখে ও। একজন স্বল্পবসনা ওয়েট্রেস চলে আসে ও বসতে না বসতেই। ভিবি বিয়ারের অর্ডার দেয় ও। মেয়েটা ত্বরিত গতিতে ওর সামনে বিয়ারের একটা মিডি গ্লাস নামিয়ে দিয়ে যায়, সেই সাথে একটা বাটিতে বাদাম। প্রায় এক ঢোকেই মেরে দেয় বিয়ারটা দেবাশীষ। মেয়েটার দিকে হাত তোলে ও। আবারো চলে আসে আরেক গ্লাস বিয়ার। মেয়েটার চোখে মুখে বিস্ময়। এখানে সাধারণতঃ অ্যাতো দ্রুত বিয়ার পান করেনা কেউই। দ্বিতীয় গ্লাসটাতে একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা টেবিলে রেখে দিয়ে নতমুখ হয়ে আবোল-তাবোল চিন্তায় ভেঙে পড়ে। কিছুক্ষন পরেই ওর মনে হয় সামনে কেউ বসে আছে। চোখ তুলে দেখে, ডালিয়া বসে আছে ওর সামনের চেয়ারটায়। চেহারার

রাজ্যের আঁধার এই আলো আঁধারীর মধ্যেও চোখে পড়ে। গ্লাসটা তুলে এবারও দেবাশীষ এক চুমুকেই খালি করে ফেলে গ্লাসটা। এবার ওয়েট্রেসকে আর ডাকতে হয়না। সে ওর দিকেই চেয়ে ছিল। আবারো এলো আরেকটা গ্লাস। গ্লাসটার দিকে হাত বাড়াতেই ডালিয়া হাত বাড়িয়ে দেবাশীষের হাত চেপে ধরে। আস্তে করে বলে ও, 'কি হলো দেব?' *(চলবে)*

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ১০/০৮/২০০৭